আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ শনিবার ১ ডিসেম্বর ২০০৭

ভয় কাটিয়ে আজ সঙ্গী কম্পিউটারই

সুব্রত সীট ² দুর্গাপুর

কম্পিউটার ক্লাসে ওরা। ছবি :বিকাশ মশান

নুর আমিন, ফাল্গুনী, সারজিনা, সাবিনা। এরা সবাই দুর্গাপুর শহর সংলগ্ন বিজড়া হাইস্কুলের পড়ুয়া। কিছু দিন আগেও কম্পিউটারের সামনে বসলেই ঘেমে নেয়ে উঠত তারা। "কি বোর্ড" এ আঙুল ছোয়াতেই কেঁপে উঠত হাত।

আজ ছবিটা বদলেছে। আজ কম্পিউটারের নির্দিষ্ট ক্লাস ‘মিস’ করার কথা ভাবতেই পারে না নুর আমিন ফাল্গনী সারজিনা সাবিনারা। আজ তাদের পড়াশোনার সঙ্গী কম্পিউটার। এমনকী অবসরের সঙ্গীও ! নেপথ্যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার কুশল দাস।

বইয়ের মতো কম্পিউটারকেও আপন করে নিক স্কুলপড়ুয়ারা। আজকের দিনে তাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা জরুরি। সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ যুবক

কুশল মনেপ্রাণে চান সেটাই। সঙ্গী তারই কিছু সহপাঠী ও বন্ধু। এ রাজ্যের স্কুলে স্কুলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে কম্পিউটার শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বছর খানেক আগে তারা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তোলেন দুর্গাপুরে। সহযোগিতা করে ওই সংস্থার কলকাতা শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। কুশলরা চান, বিভিন্ন স্কুলে বিনামূল্যে কম্পিউটার শেখাতে।

যদিও তাদের আক্ষেপ, আশানুরূপ সাড়া মেলেনি শহরের কোনও স্কুল থেকেই। শেষ পর্যন্ত দুর্গাপুর শহর সংলগ্ন বিজড়া হাইস্কুল কুশদরে প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন। সম্প্রতি সে স্কুলে চালু হয়েছে তাদের প্রকল্প।

কুশল জানান, তাদের প্রকেল্পর সুবিধা হল, একটি দামি কম্পিউটারের সঙ্গে একাধিক কমদামি কম্পিউটারের সংযোগ (নেটওয়ার্ক) করে সেগুলিতেও সমান গতিতে কাজ করা সম্ভব। সুতরাং একটি দামি কম্পিউটার কিনলেই কাজ মিটে যায়। বাকিগুলি কমদামি কিনলেও চলে। এতে বাজেট বাচে। দরকারে কাজে লাগানো যায় পুরনো কম্পিউটারগুলিকেও। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এই প্রকেল্প ব্যবহার করা হচ্ছে ‘ওপেন সফটঅয়্যার’। পড়ুয়াদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন মতো রদবদল করা যায় সেই সফটঅয়্যারের, যা সাহায্য করে পড়ুয়াদের

মানসিক দূরত্ব কমাতে।

এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কলকাতা শাখার কোঅর্ডিনেটর ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত জানান, পড়ুয়াদের মন থেকে কম্পিউটার ভীতি কাটানোটাই আসল কাজ। একবার ভয় কেটে গেলেই কম্পিউটারকে তারা নিজেদের মতো করে কাজে লাগাতে পারবে। তিনি জানান, ইংরেজির বদলে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা ভাষা। এতে পড়ুয়াদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষকেরা ক্লাসে পড়ানোর সময়েও কম্পিউটার ব্যবহার করছেন। সব মিলিয়ে পড়ুয়াদের কম্পিউটার ভীতি কেটে যাচ্ছে দ্রুত।

তাদের এই উদ্যোগের খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অশোকরঞ্জন ঠাকুর বিজড়া হাইস্কুলের জন্য পাচটি কম্পিউটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি স্কুলে এসে দেখেও গিয়েছেন কাজকর্ম। অশোকবাবুর কথায়, ‘‘বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকার স্কুল পড়ুয়ারা এই প্রকেল্প উপকৃত হবে। পাশাপাশি শিক্ষকেরাও পঠন পাঠনের কাজে কম্পিউটারকে শিক্ষা সহায়ক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন।’’ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজী নিজামউদ্দিন বলেন, ‘‘ধীরে ধীরে পড়ুয়াদের কম্পিউটার ভীতি উধাও হয়ে যাচ্ছে। এখন তাদের অনেকে নিজে নিজেই কম্পিউটার

চালাচ্ছে। আমরা খুব খুশি।’’

পড়ুয়াদের এই উত্তরণের খবরে সব থেকে খুশি কুশল। তিনি বলেন, ‘‘বিনামূল্যে কম্পিউটার শেখাব বলায় কোনও স্কুল আমাদের চায়নি। বিজড়া হাইস্কুল সেই ভুল করেনি। সেখানকার পড়ুয়ারা সুফল ভোগ করছে।’’ ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যত্রও ছড়িয়ে দেওয়া হবে এই উদ্যোগ, জানিয়েছেন বেঙ্গালুরুর একটি সফটঅয়্যার সংস্থায় কর্মরত কুশল।

First Page | Calcutta | State | Uttarbanga | Dakshinbanga | Bardhaman
Purulia | Murshidabad | Medinipur | National | Business | Foreign
Sports | Today | Editorial | Reviews | Patrika | Rabibashariya
Horoscope | Crossword | Comics | Feedback | Archives
About Us | Advertisement Rates | Font Problem